চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল : ০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮

তারিখ: ২৪.১১.২০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষার হার বাড়লেও, বাড়েনি শিক্ষার মানঃ মেয়র ডা.শাহাদাত

গত এক দশকে দেশে শিক্ষার হার বাড়লেও, শিক্ষার মান বাড়েনি বলে মন্তব্য করেছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।বুধবার পূর্ব বাকলিয়া সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এ মন্তব্য করেন। মেয়র বলেন, গত এক দশকে দেশে শিক্ষার হার বাড়লেও মান বাড়েনি। ফলে, রাষ্ট্রের সর্বত্র নৈতিকতার অবক্ষয় দেখা গিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে কিশোর গ্যাং এর মতো নিকৃষ্ট কালচার, মাদকের পথে হেটে নষ্ট হয়েছে আগামীর প্রজন্ম। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে জোর দিতে হবে নৈতিক শিক্ষায়। "শিক্ষার অগ্রগতির প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডি পরিবর্তন করতে হবে। যারা এখানে নিয়মিত আসতে পারবে, ছেলেমেয়েদের খোঁজ-খবর নিতে পারবে, নিয়মিত শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে কথা বলতে পারবে, তাদেরকে নিয়ে ছোট আকারে একটি গভর্নিং বডি করার অনুরোধ জানাচ্ছি। অনতিবিলম্বে এটা করতে পারলে দ্রুত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা যাবে। শিক্ষকগণ সবসময় আমাদের কাছে গিয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়; কাজেই এ ধরনের একটা গভর্নিং বডি যদি তৈরি হলে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম আরো বেশি গতিশীল হবে বলে আমি মনে করি।তিনি বলেন, যে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে সবাই কিন্তু এখানে পুরস্কার পাবে না। আজকে যারা পুরস্কার পাচ্ছে তারা একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আর যারা পুরস্কার পাচ্ছে না তাদেরকে ওই ধরনের কমিটমেন্ট নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে যে আগামীতে আমিও যাতে এই পুরস্কারটি পেতে পারি। এখন থেকে সে অধ্যবসায়, সেই চেষ্টা চিন্তা তোমাদের মধ্যে থাকতে হবে এবং প্রতিটি জায়গায় হার জিত আছে। কাজেই যারা জিতবে তারা যেনো যারা হেরে গিয়েছে তাদের সাথে যাতে কোন ধরনের ওই মনোভাবনা না দেখাই যে আমি বড় হয়ে গেছি তাকে কেন আমি মানবো? কাজেই এ ধরনের কোন বৈষম্য থাকা উচিত নয়।

"বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আজকে একটি নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। আমরা চাই এজন্য সব জায়গায় একটি সাম্যতা থাকুক। শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষাই হচ্ছে একটা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষাকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই হতে পারে না। আমাদের যেমন একটা স্পাইনাল কর্ড আছে। স্পাইনাল কর্ড ভেঙ্গে গেলে যেমন আমার শরীর প্যারালাইজড হয়ে যায়, ঠিক একইভাবে কোন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ভেঙ্গে যায় তখন এই জাতি আর দাঁড়াতে পারেনা। "বাংলাদেশকে আজকে একটি উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি আমাদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আজকের ছাত্র-ছাত্রী একদিন এদেশের কর্ণধার হবে, একদিন তারা বিচারক হবে বিচার করতে গিয়ে যদি কোন নিরীহ লোক যদি হয়রানির শিকার হয় তাহলে ওই শিক্ষার আর কোন দাম থাকবে না। পুঁথিগত বিদ্যার চাইতে নৈতিক শিক্ষায় সবাইকে শিক্ষিত হতে হবে কারণ পুঁথিগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন।ডা. শাহাদাত বলেন, আমি আজকে এখানে বিদ্যালয়ের অনেক সমস্যার কথা শুনেছি। এখানে একটি জায়গা আছে। সেখানে অলরেডি একটা পাইলিং করা হয়েছে নতুন বিল্ডিংয়ের জন্য। আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এর সাথে কথা বলবো যাতে ভবনের কাজটি পুনরায় চালু করা হয় এবং অনতিবিলম্বে একটি নতুন বিল্ডিং এখানে গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই সার্বিক সহযোগিতা করব।বৃহত্তর বাকলিয়ার উন্নয়নের বিষয়ে মেয়র বলেন, এই বাকলিয়া থেকে আমার রাজনীতির শুরু। আপনারা হয়তোবা অনেকেই জানেন না পশ্চিম বাকলিয়াতেই আমার বাড়ি। এখানে যে কর্ণফুলি ব্রিজটা দাঁড়িয়ে আছে এই কর্ণফুলি ব্রিজটা আমাদের বিএনপি সকারের মাধ্যমেই হয়েছে। যদিও পরে কেউ একজন সেখানকার ফলক লাগিয়েছে কিন্তু কমপ্লিট কাজটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াই করেন। আজকে আমরা দেখছি বাকলিয়ার যে উন্নয়ন কাজ, এর পিছনে প্রাক্তন সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ আল নোমান এর ব্যাপক ভূমিকা ছিল। তিনি এখানে রাস্তাঘাটের সংস্কার করেছেন এবং বাকলিয়াকে একটি মডেল টাউনে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। এখানে একটি কলেজ করেছি আপনারা জানেন শহীদ নুর হোসেন মিলন মোজাম্মেল জিহাদ কলেজ। এখানে একটা স্টেডিয়াম করেছি। আমাদের আরো একটা বড় একটি স্বপ্ন আছে এখানে একটা হসপিটাল তৈরী করবো। প্রাইভেট সেক্টরে একটি মেডিকেল হসপিটাল করার একটা পরিকল্পনাও আছে। সেটা কল্পলোকের মুখে করার পরিকল্পনা করছি। সেখানে অবশ্য সাশ্রয়ী মূল্যে যাতে সবাই চিকিৎসা পায় এই ব্যাপারে আমাদের চিন্তা রয়েছে। তিনি বলেন, অভিভাবকের পরে যারা ছাত্রছাত্রীদের সবচেয়ে বেশি সময় দেয় তারা হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষিকা। কাজেই শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সবসময় মনিটরিং করে নীতিবাক্য শুনায় তাহলে দেশকে একটা ভালো জায়গায় আনতে পারব আমরা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে জোর দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা ঠিকমত ব্রেকফাস্ট খেয়েছে কিনা এটাও মনিটরিং করতে পারে। আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য মিডডে মিল চালু করার চিন্তা রয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী সকালে ১০ টায় আসে ৪:৩০টায় পর্যন্ত স্কুলে থাকে। মাঝখানে তারা কি খায় সেটা আমরা জানি না। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যদি ব্রেইন ডেভলপমেন্ট করতে হয়, ব্রেইন ওয়ার্ক করাতে হয় এগুলির কোন বিকল্প আমি দেখছি না। আমি মেয়র হিসেবে নয় একজন নগর সেবক হিসেবে সবাইকে নিয়ে চট্টগ্রামকে একটি সুন্দর গ্রীন সিটি ক্লিন সিটি হেলদি সিটি করতে চাই। চট্টগ্রামকে মডেল হিসাবে সাউথ এশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল : ০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, শিক্ষা কর্মকর্তা মোছাম্মৎ রাশেদা আক্তার, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জিন্নাত পারভীন, আবদুল্লাহ আল সগির, আলী ইউছুফ, আলহাজ্ব মহিউদ্দিন, মো: আলমগীর, মো: জাহাঙ্গীর, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ) সহ অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষকাবৃন্দ।

কাজের গুনগত মান ঠিক না থাকলে বিল দেয়া হবে না: মেয়র শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের চলমান 'চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের আওতায় এয়ারপোর্ট রোডসহ বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজের গুণগত মান ঠিক না থাকলে বিল না দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এছাড়া, প্রকল্পের কাজে কেউ অবৈধ লেন-দেন করলে তার বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের হুশিয়ারি দেন মেয়র। প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার এ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে বুধবার দুপুরে নগর ভবনের কনফারেন্স রুমে প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের সাথে বৈঠক এ মন্তব্য করেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাতা হোসেন। বৈঠকে মেয়র বলেন, এই শহর আমার আপনার সবার। এখানকার রাস্তা দিয়ে আমার পরে আমার ছেলে-মেয়েরা হাঁটবে,আত্মীয়স্বজন হাঁটবে, নেক্সট জেনারেশন এ পথ দিয়ে হাঁটবে। তাই কাজের কোয়ালিটি শতভাগ ঠিক রাখতে হবে। এমন ভাবে রাস্তাটা করতে হবে যাতে বছরের পর বছর একটা উদাহরণ হিসেবে সবাই বলতে পারে যে এই রাস্তাটা অমুক প্রতিষ্ঠান করেছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, ইমিডিয়েটলি সমস্ত প্রকল্পগুলো ভিজিট করে রাস্তার মালামাল ও কোয়ালিটি টেস্ট করে জানাবেন। আমি বলছি আপনারা যারা যারা ভালো কাজ করেছেন তাদের বিল দিয়ে দেয়া হবে। আর যারা খারাপ কাজ করবে তাদের পানিশমেন্টের আওতায় আনা হবে। এখানে আমি কোন ছাড় দিতে রাজি না। জনগণের টাকানিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে তাদেরকে কিন্তু আমরা পানিশমেন্টের আওতায় আনব। এটাতে আমি কোন ছাড় দিব না। কাজেই আপনারা কোয়ালিটির দিক দিয়ে সুন্দরভাবে কাজ করেন। আজ থেকে কাজ শুরু করেন, কাজ বন্ধ রাখবেন না।বৈঠকে নগরীর প্রয়োজনীয় স্থানগুলোতে ফুটওভার ব্রীজ হচ্ছেনা অভিযোগ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, ফু আপনারা ফুটওভার ব্রিজের কথা বলছেন। ফুটওভার ব্রিজের বাস্তবতা নিরীক্ষা করে ১৭টা ফুটওভার ব্রিজ দিয়ে দেওয়া হবে এবং সব কাজ দ্রুত শেষ আমি কিছু দৃশ্যমান রেজাল্ট জনগণকে দেখাতে চাই। বৈঠকে ঠিকাদাররা কাজ করার ক্ষেত্রে পূর্বের কাউন্সিলররা ঘুষ নিতেন এবং ঘুষ না দিলে মেয়র-কাউন্সিলর মিলে কাজে বাধা সৃষ্টি করতেন অভিযোগ করলে মেয়র বলেন, আপনারা কেউ কোন টাকা ঘুষ হিসেবে কাউকে দিবেন না। কোনও কোনও কাউন্সিলর আগে আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে বললেন আপনারা ৮, ১০, ১৫ লাখ টাকা করে। এটার তালিকা দিন। যদি কোন কর্মকর্তা আপনাদের কাছে টাকার ডিমান্ড করে সরাসরি আমার কাছে জানাবেন তাকেও পানিশমেন্টের আওতায় আনবো। এখানে কোন ছাড় দেওয়া হবেনা। আপনারা সরাসরি কাজ করবেন, ভালো কাজ করবেন এবং এই ভালো কাজের মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরকে আপনারা সুন্দর করে তুলবেন এবং একটা পরিচ্ছন্ন নগরীতে পরিণত করবেন। রাস্তা যখন আপনারা করতে যাবেন সুযোগ থাকলে, প্রয়োজন থাকলে রাস্তার পাশে ডাস্টবিন করে দিবেন, গাছ লাগাবেন। নগরীর উন্নয়নে ইনোভেটিভ কিছু করার চেষ্টা করেন।

বৈঠকে ঠিকাদাররা দ্রুত বকেয়া বিল প্রদানের দাবি জানান। এছাড়া, রাজনৈতিক বিবেচনায় পূর্বে যেসব ঠিকাদার কাজ করতে পারেননি বা কাজ করলেও বিল ঠিকমতো পাননি তাদের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান তারা। বর্তমান শুস্ক মৌসুমেই সড়ক সংস্কার ও নির্মাণের উপযুক্ত সময় বিধায় চসিকের পক্ষ থেকে ঠিকাদারদের সহযোগিতার দাবি জানান তারা। অন্যান্য সেবা সংস্থার কারণে সড়ক নির্মাণ বা নবনির্মিত সড়ক যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে সমন্বয় প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন ঠিকাদাররা।সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল কাশেম, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের আওতায় এয়ারপোর্ট রোডসহ বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের পিডি মো. আনিসুর রহমানসহ প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তা ও ঠিকাদারবৃন্দ।

নিজের ব্যানার নিজেই ছিড়লেন মেয়র শাহাদাত

নগরীর সৌন্দর্য হানি করে এমন ব্যানার, ফেস্টুন, স্টিকারের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে নিজের ব্যানার নিজেই ছিড়েছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বুধবার বিকেলে নগর ভবনের সম্মুখ থেকে মেয়রকে শুভেচ্ছা জানিয়ে টানানো ব্যানার ও পোস্টার নিজ হাতে খুলেন তিনি। এসময় সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমীকে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে সড়ক, অলি-গলিতে যত ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন রয়েছে তা দ্রুততার সাথে অপসারন করার নির্দেশনা দেন তিনি। এসময় মেয়র বলেন, আমি বলেছি আপনারা কেউ ব্যানার পোস্টার লাগাবেন না। এই শহরকে সুন্দর রাখুন, পরিষ্কার রাখুন। নালার মধ্যে কোন কাগজ, বোতল, প্লাস্টিক, পলিথিন কিছুই ফেলবেন না।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল : ০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮

আপনার শহরকে আপনার পরিষ্কার রাখতে হবে।আমি মেয়র নির্বাচিত হয়েছি এজন্য আপনারা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আপনাদের ইমোশনকে আমি সম্মান জানাচ্ছি আপনারা আমাকে ভালোবাসেন। আপনাদের এ ভালোবাসার দাম কতটুকু আমি দিতে পারবো জানিনা। কিন্তু এর প্রেক্ষিতে আপনারা যে ব্যানার পোস্টার লাগিয়েছেন এখন থেকে সেটা খুলে ফেলবেন। আমি সাতদিন আগেও বলেছি। কিন্তু এর মধ্যে আমি প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেছি এখন ব্যানার রয়ে গেছে। পোস্টার রয়ে গেছে। ওই ব্যানার-পোস্টার সব নিয়ে নিবেন। পাশাপাশি অন্যান্য ব্যানার ও পোস্টার যেগুলো আছে অন্য কারো নামে সেগুলো আপনারা পরিষ্কার করে ফেলবেন। আমি আপনাদেরকে যেটা বলতে চাই সবাইকে সুন্দরভাবে এই শহরকে পরিষ্কার রাখতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোন বিকল্প নেই। আমি আমার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তাকে গত এক সপ্তাহ আগে আমি ইন্সট্রাকশন দিয়েছি। এখন উনাকে বলছি যে সমস্ত ব্যানার পোস্টার শুধু এখানে নয়, সারা চট্টগ্রাম শহরে যত ব্যানার পোস্টার সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাক

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮